দৈনিক খবর

তারিখ 23 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

19

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

১৯৭৩ইং সনে বাংলাদেশব্যাপী বেশ কিছুসংখ্যক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়েছিল। উক্ত বিদ্যালয়সমূহের প্রত্যেকটি হতে ৪ জন করিয়া শিক্ষককে সরকারী নিয়োগ দেয়া হয়। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ৪-এর অধিক কর্মরত শিক্ষক ছিলেন তাহাদিগকে সরকারী নিয়োগপত্র দেয়া হয় নাই। ইহার ফলে কোন কোন শিক্ষক বিশেষ তদ্বির করিয়া মহা-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা-এর নিকট হতে আত্মীকরণের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। অনুরূপ নিয়োগ পর্যায়ক্রমে ১৯৮৯ সন পর্যন্ত হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৭-১০-৮৪ তারিখের ৮৪৬ নং স্মারকে ৫৬৯ জন কর্মরত শিক্ষককে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় আত্মীকরণের মাধ্যমে মহা-পরিচালক-এর বিশেষ আদেশে প্রায় ৫৫০ জন কর্মরত শিক্ষক-এর চাকরি হয়েছে। আমি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার বাওয়ার কুমারজানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না পাওয়ার দরুন ১৯৭৪ সন হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহা-পরিচালক ও শিক্ষা বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের নিকট প্রচলিত বিধি মোতাবেক ১৯৮৯ইং সনের পূর্ব পর্যন্তও আবেদন করিয়া সরকারী নিয়োগ না পাওয়ায় টাঙ্গাইলের ১ম সাব জজ আদালতে ৩৯/৮৯ নং অন্য প্রকার মোকদ্দমা আত্মীকরণ মাধ্যম নিয়োগের জন্য দায়ের করি। উক্ত মোকদ্দমা দুতরফা সূত্রে ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া মহা-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা মহোদয়ের নিকট একটি দরখাস্ত প্রদান করি। উক্ত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মহা-পরিচালক টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং সরকারী উকিলের নিকট আপিল করার জন্য লিখেন। উক্ত প্রেক্ষিতে সরকারী উকিল ১২-৭-৯০ইং তারিখের ৬০নং পত্রে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'আইনের বিধান অনুসারে রায় হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উচ্চতর আদালতে আপিল দায়ের করার বিধান। হিসেব অন্তে দেখা গিয়েছে ২২০ দিন পর আপিল দায়ের করার জন্য রায় ও ডিক্রির সত্যায়িত কপি সরকারী উকিলের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। আপিল তামাদিতে সম্পূর্ণরূপে বাতিল এবং অচল। তদুপরি রায় পড়ে দেখা হয়েছে এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। আপিলের কোন হেতু আছে বলে দৃষ্ট হয় না।' জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল ১৯-৭-৯০ইং তারিখের ১৭৮৮নং পত্রে মহা-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা মহোদয়ের নিকট অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন।

এখানে উল্লেখ যে, ইতিপূর্বে মোকদ্দমার ডিক্রিপ্রাপ্ত অনেক কর্মরত শিক্ষক ১৯৭৬ইং সন হতে ১৯৮৯ইং সন পর্যন্ত সরাসরি ও বিশেষ তদ্বিরে ডিক্রি প্রাপ্ত সকলেরই প্রায় চাকরি হয়েছে। মনে হয়, আমি তদ্বিরের লোক নই বিধায় মহা-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর ইহার আদেশ দিতেছেন না।

এদ্ব্যতীত আরও জানা যায় যে, সাব জজ ও জজকোর্টে অনুরূপ ডিক্রিপ্রাপ্ত কর্মরত শিক্ষকগণের আত্মীকরণের মাধ্যমে সরকারী চাকরি দেয়ার পর কেবলমাত্র আমিও অনুরূপ তিন/চার জন ডিক্রিপ্রাপ্ত কর্মরত শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল কোর্টে মোকদ্দমা না করলে চাকরি দেয়া হইবে না বলিয়া মৌখিক হুমকি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই কেবল প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল কোর্টের প্রশ্ন উঠিতে পারে।

এই দরখাস্তের প্রেক্ষিতেই আমাকে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী আমার প্রাপ্ত ডিক্রি সম্পর্কে তথা উক্ত ডিক্রির প্রেক্ষিতে চাকরি পাইবো কি পাইবো না তাহা অদ্যাবধি জানাননি। যাহার ফলে সাব জজ কোর্টের তথা বাংলাদেশের সকল কোর্টের প্রতি মহা-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর মহোদয়ের অবমাননা প্রদর্শন প্রতীয়মান হইতেছে।

এমতাবস্থায়, কোর্টের আদেশ বা ডিক্রি মোতাবেক আমাকে আত্মীকরণের মাধ্যমে যে কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের আদেশ দান করলে কৃতার্থ হব। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ ইরশাদ আলী
কর্মরত শিক্ষক
বাওয়ার কুমারজানী প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রামঃ কুমারজানী
ডাকঘর ও উপজেলাঃ মির্জাপুর
জেলাঃ টাঙ্গাইল।